ইংরেজিমাধ্যমের শিক্ষালয় স্কলাস্টিকার রবীন্দ্রচর্চা প্রশংসা কুড়িয়েছে

স্কলাস্টিকায় কবিগুরুর 'ডাকঘর'

■ জয়দেব দাশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটকের মঞ্চায়ন করল ৩৫ বছর ধরে ইংরেজিমাধ্যমে শিক্ষার আলো ছড়ানো দেশের নামকরা শিক্ষাঙ্গন স্কলাস্টিকা। গত সোমবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থী শিশুশিল্পীদের অভিনয়ে মুগ্ধ একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি আসাদ চৌধুরী। শিশুশিল্পীদের অভিনয়ে দুরন্ত বালককে কবিরাজের কথায় গৃহকোণে বন্দি করে রাখার কুসংস্কারের চিত্রটি চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। দুরন্ত বালক অমলের সঙ্গে খোলা জানালায় সখ্য গড়ে ওঠে দইওয়ালা, মালিনিসহ সবার সঙ্গে। ইংরেজিমাধ্যমে পাঠ নেওয়া শিক্ষার্থীদের সাবলীলভাবে কালজয়ী এমন বাংলা নাটকের সংলাপ উপস্থাপন আর অভিনয়শৈলীতে বোঝার কোনো সুযোগ ছিল না, এরা পেশাদার কোনো নাট্যগোষ্ঠী নয়।

তবে নাটক শুরুর আগেই স্কলাস্টিকার অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার [অব.] কায়সার আহমেদ ব্যক্ত করেছেন, তার প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতই বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা করা হয়। ইংরেজিমাধ্যমের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে– এমন কথা প্রচলিত থাকলেও তার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এ ধারণা অমূলক। অধ্যক্ষ আরও বলেন, বড়দের জন্য অনেক নাটক থাকলেও ছোটদের জন্য তেমন একটা নাটক নেই। তবে এ যাত্রায় তাদের রক্ষা করেছে বাংলা সাহিত্যের সব সময়ের শেষ ভরসা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ভাণ্ডার। শিক্ষার্থীরা মঞ্চে নিয়ে আসে সেই কঠিন নাটকটিই। প্রায় সোয়া এক ঘণ্টার টানা অভিনয়ে কোনো ক্লান্তি ছিল না খুদে নাট্যকর্মীদের মাঝে। ইংরেজিমাধ্যমের এমন শিক্ষালয় স্কলাস্টিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে; তার আমন্ত্রণপত্রই মুগ্ধ করেছে কবি আসাদ চৌধুরীকে। সোমবার এ আয়োজনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। বললেন, "ইংরেজিমাধ্যমের স্কুল হয়েও বাংলা সাহিত্যের প্রতি যে মমত্ববোধ স্কলাস্টিকা রেখেছে, তা অনুকরণীয়। এমন আয়োজন আজকের তথ্যপ্রযুক্তির যুগে বাংলা সাহিত্যকে ছড়িয়ে দেবে বিশ্বময়। আমাদের 'চর্যাপদ' আর পড়ে থাকবে না রাস্তায়, কীর্তনের পাণ্ডুলিপি থাকবে না কোনো ব্রাহ্মণের 'গোয়ালঘরে'।"

পরদিন মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য স্কুলের অডিটোরিয়ামে নাটকটি পুনরায় মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটকটির এই দ্বিতীয় আসরের প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। সবার সঙ্গে তিনি স্কলাস্টিকার এ নাট্যায়োজন উপভোগ করেন এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'এমন আয়োজন শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতায় উদ্বুদ্ধ করবে। ইংরেজিমাধ্যমের শিক্ষালয়ের এমন উচ্চমানের রবীন্দ্রচর্চা সত্যিই প্রশংসনীয়। এ মঞ্চায়ন আমাকে মুগ্ধ করেছে।' এরপর নাটকটির পরিচালক, স্কলাস্টিকার শিক্ষিকা আল্পনা আক্তার সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিশু-কিশোরদের নিয়ে এমন আয়োজনকে উৎসাহিত করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। 'ডাকঘর' নাটকটির মঞ্চায়ন উৎসর্গ করা হয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ■

দৃশ্য : 'ডাকঘর'